দৈনিক সংবাদ 275

তারিখ ... AUG. 3 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ...

অভিনন্দন ভগিনিগণ, কৃতজ্ঞতা তোমাদের

বাংলাদেশের একমাত্র সম্পূর্ণ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে সত্তরের দশকের শুরুতে নয়নাভিরাম নৈসর্গিকতায় স্থাপিত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টির পর থেকে বার বার অপশক্তির হিংস্র থাবায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, আর প্রায় প্রতিবারই সমাজে অবহেলিত, অনগ্রসর এবং অবরুদ্ধ বলে বিবেচিত নারীরাই (জাহাঙ্গীরনগরের সাহসী ছাত্রী বোনেরা) শকুনের থাবা থেকে উদ্ধার করেছে প্রিয় প্রাঙ্গণকে। ১৯৯১ সালের শেষভাগে ছাত্র হিসেবে যখন প্রথম গেলাম জা.বিতে, ক্যাম্পাসের স্বপ্নময় দিনগুলো হঠাৎই বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠল, ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল বিষিয়ে তুলল ক্যাম্পাসের বাতাস, কাটা ঘাঁয়ে নুনের ছিটার মতোই নাসির নামের এক কামুক পুরুষের নোংরা হাত পড়ল ঢাকা থেকে ক্যাম্পাস ফিরতি সন্ধ্যাবাসে এক ছাত্রীর গায়ে। প্রতিবাদে গর্জে উঠল সচেতন সাহসী ছাত্রী বোনেরা। প্রশাসন বাধ্য হয়েছে নাসিরকে বহিষ্কার করতে। এরপর ক' বছর না যেতেই আবারো সীমান্ত নামের আরেক পাষণ্ডের যৌন হয়রানির শিকার হলো কল্পনা। সুবিচার না পেলেও প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে মিছিল-মিটিং, বিক্ষোভ, পোস্টারিং, সেমিনার সবই করেছে ছাত্রী বোনেরা। ঐ দুটো ঘটনার কোনটিতেই খুব বেশি ছাত্রকে আমরা পাইনি ছাত্রীবোনদের আন্দোলনের সহযোগী হিসেবে।

১৯৯৬-এর ১লা জুলাই নরপিশাচ শিবিরচক্র যখন চিরতরে শিবির নিষিদ্ধ ক্যাম্পাসটি দখল করে নিল, আমরা যখন একে একে সবকটি হলে তালাবন্দি এবং শিবিরের হাতে জিম্মি তখন শিবিরের গুলি-বোমার মুখে কোনরকম অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াই কেবল দা-বটি, ঝাটা, গাছের ডাল, ইটের কণা নিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শিবিরের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রথমে আমাদের মুক্ত এবং পরবর্তীকালে সম্মিলিতভাবে ক্যাম্পাসকে শিবির মুক্ত করেছে আমাদের সাহসী ঐ ছাত্রীবোনেরাই। এরপর কুখ্যাত মানিক গংকে ধর্ষণকারী হিসেবে চিহ্নিত করে ওদের বিচার চেয়ে দেশজুড়ে হইচই ফেলে দিয়েছিল আমার ঐ মহিয়সী বোনেরাই। নরপশুরা ক্যাম্পাস ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু গত ৩০শে জুলাই রাতের আঁধারে ৫০/৬০ জন বহিরাগত সন্ত্রাসী নিয়ে ধর্ষণকারীরা আবার কালিমালিপ্ত করে জাহাঙ্গীরনগরের স্বপ্নময় ক্যাম্পাসকে। কিন্তু 'প্রীতিলতা' আর 'জাহানারা ইমামে'র সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ছাত্রীরা যেভাবে ক্যাম্পাসের বৃহৎ দুটো ছাত্রী হল বাস্তবায়ন করেছে ঐ দুই মহীয়সী নারীর নামানুসারে যেভাবে অসীম সাহসিকতায় ওরা রুখে দিয়েছে শিবিরচক্রকে, যেভাবে তাড়িয়েছিল ধর্ষণকারী নরাধমদের। গত ২রা আগস্ট আবারো তেমনি সাহসের সঙ্গে সংগ্রাম করেই জাহাঙ্গীরনগর ক্যাম্পাসকে ওরা করেছে রাহুগ্রাসমুক্ত। হলফ করেই বলতে পারি জাহাঙ্গীরনগরের বিজয়ী ছাত্রীদের এ দুর্জয় সাহসিকতার সঙ্গে তুলনা চলে একমাত্র ওদেরই, আর কারো নয়। অভিনন্দন ভগিনিগণ, আগামী প্রজন্মের জন্য এরকম সংগ্রামী সাহসী দৃষ্টান্ত রেখে যাওয়ার জন্য তোমাদের জানাই সীমাহীন কৃতজ্ঞতা।

মোস্তাফা মাহমুদ সারোয়ার
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
আদর্শ মহাবিদ্যালয়
সৈয়দাবাদ, কসবা, বি,বাড়িয়া।